কিয়ের্কেগার্দ ঃ আমার প্রিয় কবি

রণজিৎ দাশ

ডেনমার্কের এক দরিদ্র অঞ্চলের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন কিয়ের্কেগার্দের বাবা। তিনি বালক বয়সে মেষ চরাতে গিয়ে একবার একটা টিলার ওপরে উঠে, তাঁর দুর্দশা ও একাকীত্বের জন্য, ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। আমরা খুব সহজেই সেই ক্রুদ্ধ নিয়তি-- পীড়িত, আকাশমুখী বালকের ছবিটা কল্পনা করতে পারি। এবং সেই উত্তুঙ্গমুহূর্তে, সেই বালকটি আমাদের চোখে একটি মহাকাব্যের চরিত্র হিসেবেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। বালকটির এই বিদ্রোহের মধ্যে তার চিন্তা এবং আবেগের যে আদিম তীব্রতা বর্তমান, সেই তীব্র ভাবানুভুতিই তো সকল কাব্যের উৎস। একটু তত্ত্বের ছোঁয়া লাগিয়ে এ-ও বলা যায় যে বালকের এই বিদ্রোহটি, বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরকেন্দ্রিক প্রাতিস্বিক দর্শনের বিদ্ধে মানুষের আস্তিত্বিক বিপন্নতার বিদ্রোহ।

পরবতীকালে নিজের গুণবলে, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করেন কিয়ের্কেগার্দের বাবা। অতিশয় মেধাবী মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর পুত্র মহাজ্ঞানী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ নিজের পরিজনের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই নিজের সমকক্ষ মনে করতেন। পিতা -পুত্রের সম্পর্কটিও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । এবং পিতার মতোই, কিয়ের্কেগার্দও, একটি বিশেষ বিদ্রোহের বলে, দর্শনের জগতে এক মহাকাব্যের সূচনা করলেন। সেই মহাকাব্যের নাম অস্তিত্ববাদ। তাঁর পিতা যেমন অবুঝমনে বিদ্রোহ করেছিলেন ঈশ্বরের বিদ্ধে, কিয়ের্কেগার্দ তেমনি প্রাজ্ঞমননে বিদ্রোহ করলেন হেগেলের বিদ্ধে। পাশ্চাত্য দর্শনের জগতে হেগেল তখন এক ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। এবং পিতার মতো, পুত্রের এই বিদ্রোহটি মূলত দৈবী- শৃঙ্খলা কেন্দ্রিক প্রাতিস্বিক দর্শনের বিদ্ধে মানুষের আস্তিত্বিক সত্যের বিদ্রোহ। এইভাবে, এক প্রতীকী অর্থে, পিতার অপূর্ণ কাজ সমাধা করলেন। পুত্রের এই বিদ্রোহের ইতিহাস এবং ফলাফল দর্শনশাস্ত্রে একটি বহু আলোচিত অধ্যায়। আপাতত এই অধ্যায় আমার অলোচ্য বিষয় নয়। উক্ত প্রসঙ্গ ক্রমে আমার বলার কথা এইটুকুই যে, হেগেলীয় দর্শনের নীরক্ত, নির্বিকার কসমিক র‍্যাশনালিজমকে মানব - অস্তিত্বের উপলব্ধির যুক্তিজালে ছিন্নভিন্ন করে কিয়োর্কেগার্দ, বস্তুতপক্ষে, দর্শনচিন্তায় কাব্যদৃষ্টির অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিমূর্ত দশনের মূলধারার থেকে সরে গিয়ে নিজেকে সদম্ভে একজন সাবজেকটিভ থিংকার হিসেবে ঘোষনা করলেনতিনি। তাঁর পুর্বে পৃথিবীতে কেবলমাত্র কবিরাই ছিলেন সাবজেকটিভ থিংকার (এবং সে কারণে অবজেকটিভ দর্শনের রাশভারি আসরে ব্রাত্য),তিনিই প্রথম দার্শনিক যিনি নিজেকে এতদ্বারা কবি হিসেবে ঘোষণা করলেন। তাঁর বই ফিয়ার অ্যাণ্ড ট্রেম্‌ব্‌লিং (কি অসাধারণ নাম !) সম্পর্কে তিনি বললেন যে এই রচনা একটি ডায়ালেক্‌টিক্যাল লিরিক---যে অভিধাটি তাঁর প্রায় সকল রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দর্শনের জগতে এমন এক পরাক্রান্ত কবির আবির্ভাবে সহাস্যে করতালি দিলেন পৃথিবীর কবিরা ; এতদিন শুষ্ক চিন্তার শিকল মুক্ত করে এক সজল সুঠাম রক্ত - মাংসের দর্শন উপহার দিলেন দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ, সেই রক্তমাংসের দর্শনের নাম অস্তিত্ববাদ।

এখানে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে সাবজেকটিভ থিংকার -এর সংজ্ঞা কী, তাহলে উত্তরে আমি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের সংজ্ঞাটি উপহার দেবো। নিজের প্রাণের মধ্যে পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির ও প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার

ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব, বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সংজ্ঞাটিই কি সাবজেকটিভ থিংকার -এর সবচেয়ে নিখুঁত সংজ্ঞা নয়? কিয়ের্কেগার্দের জার্নাল যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরা সকলেই আশা করি একমত হবেন আমার সঙ্গে যে, জার্নালটি জুড়ে কিয়ের্কেগার্দের সর্ববস্তুতে মর্মভেদী অন্তদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞাটির এক পরম দৃষ্টান্ত। ভুবন বিখ্যাত এই জার্নালটি আমার পড়া একটি মহত্তম গ্রন্থ। যেহেতু এই গ্রন্থটি এতদঞ্চলে ইদানীং দুষ্প্রাপ্য, সেই হেতু পাঠকদের জন্য এই জার্নালটি থেকে কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতিই এই রচনাটির মূল প্রকল্প। সেদিক থেকে এই রচনাটিকে শুধুমাত্র একটি গ্রন্থনাও বলা যেতে পারে। এখানে উদ্ধৃতিগুলি পরিবেশিত হবে ইংরেজি ভাষায় এবং হরফে । গ্রন্থের নাম ঃ দ্য জার্নালস অব কিয়ের্কেগার্দ। অনুবাদক ঃ আলেকজান্ডার ড্রু।

১.....as I stood there alone and forsaken, and the power of the sea and the battle of the elements reminded me of my own nothingness, and on the other hand the sure flight of the birds recalled the words spoken by Christ: Not a sparrow shall to the ground without your father: then all at once I felt how great and how small I was; then did those two mighty forces, pride and humility, happily unite in friendship.
(July 29, 1835)
সমুদ্রতীরে একা দাঁড়িয়ে ২৪ বছরের যুবক কিয়ের্কেগার্দের এই স্বগতোক্তি কি রবীন্দ্রনাথের মুখেও একই রকম মানাতো না? বস্তুত কিয়ের্কেগার্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল অনেক, যার আরও প্রমাণ বহন করবে পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলি। এই মিল দুজনের কাব্যদৃষ্টির মিল, কারণ সকল চিন্তাকে অতিক্রম করে দুজনেই ছিলেন আধ্যাত্মিক সত্যের অন্বেষী।

২. The real beauty of Lemming's playing…was that he stroked the guitar. The vibrations became almost visible, just as when the moon shines on the sea the waves become almost audible.
(October 13, 1835)
'শ্রাব্য ঢেউ' --এর এই অপুর্ব উপমাটি আমাকে রিলকের কবিতার কথা মনে করায়।

৩. I stand like a lonely pine tree egoistically shut off, pointing to the skies and casting no shadow, and only the turtle – dove builds its nest in my branches.
(July 9, 1837)
কিয়ের্কেগাদের এই উক্তিটি তাঁর মনস্তত্ত্বের আলোচনায় বহু উদ্ধৃত ; আমার ভালো লাগে 'egoistically shut off'-এই বাক্যংশটি।

৪. Father in Heaven! When the Thought of thee wakes in our hearts let it not awaken like a frightened bird that flies about in dismay, but like a child waking from its sleep with a heavenly smile. (January. 6, 1839)

অবিস্মরণীয় এই কাব্যোক্তি! বস্তুত, এটির নিবিড় পাঠে আমার মনে হয় যে, ডানা-ঝাপটানো ভীত পাখি এবং সুপ্তোত্থিত শিশুর মুখের স্বর্গীয় হাসির যুগল চিত্রকল্পে এবং চিত্রকল্পদ্বয়ের প্রতিতুলনায় অব্যর্থ কাব্য প্রকরণের প্রয়োগের দ্বারা এই কাব্যোক্তি শুদ্ধ আবেগের চিত্রভাষার মাধ্যমে যে শুদ্ধ মননসত্যকে সংজ্ঞায়িত করে, সেই সংজ্ঞায়ন----- মানবমনে ঈশ্বরবোধের উদ্ভাসের আনন্দ, উষ্ণতা এবং সোনালী আলোয় সঠিক স্বরূপ বর্ণনা --- অন্য কোনোরূপ ভাষা প্রয়োগে সম্ভব হতো না। গণিতের ভাষায় মতো কাব্যের ভাষাও অবিকল্প ; এই উক্তিটি তাও একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরন।

৫. Oh, can I really believe the poet's tales, that when one first sees the object of one's love, one imagines one has seen her long ago, that all love like all knowledge in remembrance, that love too has its prophecies in the individual, its types, its myths, its old testament. (Feb. 2. 1839)
আমি একজন মানুষ। আমার ভিতরে প্রেমের সকল ভবিষ্যদ্বানী মুদ্রিত ; আমি প্রেমের উপকথা, আদিপুস্তক! এই কী মানুষের প্রকৃত জন্ম চিহ্ ?

৬. It is positive starting point for philosophy when Aristotle Says that philosophy begins with wonder, not as in our day with doubt. Moreover the world will learn that the thing is not to begin

with the negative, and the reason why it has succeeded up to the present is that it has never really given itself over to the negative, and so has never seriously done what it said. Its doubt is more child's play. (1841)

সংশয় নয়, বিস্ময় । দর্শনের এবং কাব্যের একই জন্মবীজ। এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য হচ্ছে : Its doubt is mere child's play.

৭. It requires moral courage to grieve; it requires religious courage to rejoice. (1840)

এমন একটি উক্তি, যার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করলে মুখের হাসি শুকিয়ে যায় !

৮. Passion is the real Thing, the real measure of man's power. And the age in which we live is wretched, because it is without passion. (October 25., 1841)

দুরদর্শী কিয়ের্কেগার্দ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আধুনিক যুগের এই রোগটিকে নির্ণয় করেছিলেন । আজকের সময়ে তাঁর এই উক্তি আরও কত জোরালো ভাবে সত্য!

৯….a hope has awakened in my soul that God may desire to resolve the fundamental misery of being…. As a poet and thinker I have represented all things in the medium of the imagination, myself living in resignation. (1848)

১০. I was unhappy in my love; but I simply cannot imagine myself happy unless I were to become a different person altogether. But in my unhappiness I was happy. (1948)

১১. …The whole concept of objectivity, which has been made into our salvation, is merely the food of sickness, and the fact that it is admired as the cure simply proves how fundamentally irreligious our age is, for that saving factor is really a return to paganism….

It is perfectly true, isolated subjectivity is, in the opinion of the age, evil; but "objectivity' as a cure is not one whit better.

The only salvation is subjectivity, is, God as infinite compelling subjectivity. (1850)

১২. The most tremendous thing that has been granted to man is the choice, freedom. And if you desire to preserve it and preserve it there is only one-way: in the very same second unconditionally and in complete resignation to give it back to God, and yourself with it. (1850)

১৩. Perfect love means to love the one through whom one becomes unhappy. (1850)

'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে! ----চণ্ডীদাসের রাধা যদি কৃষ্ণের প্রতি তার এই অভিশাপটিকেও, কৃষ্ণের প্রতি অপরিসীম প্রেমবশত, নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়, তাহলে রাধার মন যে দ্বিগুণ দুঃসহ বেদনাকে ধারণ করবে, এই উক্তিটি যেন সেই বেদনারই প্রতিরূপ।

১৪. There is no doubt that nowadays we are a lot of old women compares with antiquity, and the misfortune no doubt lies, to a great extent, in our not being effectually unhappy –the pressure from outside is so gentle and we have not got character enough to make ourselves unhappy. (1850)

আজকের এই বিপুল বিনোদনের যুগে এই মহার্ঘ উক্তিটি কি তুমুল বিদ্রূপের শিকার হবে, তা কল্পনা করাও শক্ত!

১৫. I have looked in vain for an anchorage in the boundless sea of pleasure and in the depth of understanding; I have felt the almost irresistible power with which one pleasure reaches out its hand to the next; I have felt the sort of meretricious ecstasy that it is capable of producing, but also the ennui and the distracted state of mind that succeeds it. I have tasted the fruit of the tree of know ledge, and often delighted in its taste. But the pleasure did not outlast the moment of understanding and left no profound mark upon me. It seems as though I had not drunk from the cup of wisdom, but had fallen into it. (August 1. 1835)

ইচ্ছে করেই আমি এই উক্তিটি সবশেষে রাখলাম, কারণ এটিই কিয়ের্কেগার্দের জার্নাল -এর সর্বাধিক বিখ্যাত এবং সর্বাধিক উদ্ধৃত উক্তি। সম্ভোগের ভিতর দিয়ে সত্যকে জানার প্রয়াস ঠিক কেমন হয় এবং কী কণ পরিণতি তার এই অবিস্মরণীয় বর্ননাটি ঝিকাব্যের এবং ঝিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ!

অতঃপর একটি অত্যন্ত জরি, অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর, এবং অত্যন্ত রহস্যময় আত্মপ্রশ্নের উত্থাপন করে এই গ্রন্থনাটি শেষ করবো আমি । একুশ শতকের কলকাতায় আমার মতো একজন ভোগী এবং নাস্তিক মানুষকে উনিশ শতকের কোপেনহেগেনের একজন ত্যাগী এবং ধার্মিক লেখক কিয়ের্কেগার্দের রচনা এমন গভীর আকর্ষণে বেঁধে রেখেছে কী করে ? সে কী এই কারণে যে, সুপ্তোত্থিত শিশুর মুখের স্বর্গীয় হাসিটি, কিয়ের্কেগার্দের চোখ দিয়ে, আমিও দেখেছি ?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com